সমকাল

তারিখ 19 JAN 2016 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বেসরকারি স্কুলে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

সমকালীন প্রসঙ্গ | বদরুদ্দীন উমর

সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা যে সামগ্রিকভাবে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, এতে সন্দেহ নেই। সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে অনেক ঢাকঢোল পেটানোর পর এ ব্যবস্থা এখন লেজেগোবরে হওয়ার ফলে তার বাগাড়ম্বর কমেছে। আসলে প্রাথমিক মাধ্যমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মান এমন নিম্ন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যা আগে দেখা যায়নি, যদিও বাংলাদেশে এদিক দিয়ে অবস্থা কোনো সময়েই ভালো ছিল না।

প্রথমে শিক্ষকদের কথা যদি বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বাল্যশিক্ষা স্তরে তাদের বেতন এত সামান্য যে তা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। বেতন খুব কম থাকার কারণে এই স্তরে কোনো উপযুক্ত শিক্ষক কাজ করতে আগ্রহী হন না। যারা বাধ্য হয়ে কাজ করেন তারা অন্য যে কোনো কাজের সুযোগ পেলে সেখানে যান। এই শিক্ষকরা আন্দোলন করেন বেতন বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে আন্দোলন করে এলেও তাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। কোনো সরকারই এই শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনবোধ করে না। নানা আশ্বাস দিয়ে তারা শিক্ষকদের আন্দোলন থামিয়ে দেন অথবা তাতে ভাঙন ধরান। ক্ষেত্রবিশেষে দাবি-দাওয়া সামান্য মেটানো হলেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মুখে পড়ে তাদের বেতন বৃদ্ধির ফায়দা নাকচ হয়ে যায়। এর ফলে দেখা যায় যে, পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান আমলে শিক্ষকদের যে দুরবস্থা ছিল সে দুরবস্থা তাদের আজও আছে। নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তাদের আন্দোলন ও সরকারের কাছে দাবি-দাওয়া পেশের যে পরিণতি তখন হতো, এখনও ঠিক তাই হচ্ছে।

অন্যদিকে শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি শহরে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার মান গ্রামাঞ্চলের স্কুলের মান থেকে উন্নত হলেও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার ব্যয় খুব বেশি। এসব স্কুলে ধনিক পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করলেও অধিকাংশ ছাত্রই মধ্যবিত্ত পরিবারের। শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা তাদের অভিভাবকদের জন্য কষ্টের ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে অতি সম্প্রতি ঢাকার বেসরকারি বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো ছাত্রদের বেতন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এই বৃদ্ধি ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ। বেসরকারি স্কুলে বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সরকারি নির্দেশনা না থাকায় এসব স্কুল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামতো বেতন নির্ধারণ ও বৃদ্ধি করতে পারে। তাদেরকে কোনো বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। ঢাকাতে যেসব স্কুলে এখন ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আছে– Willes Little Flower School and College, Viqarunnisa Noon School, Udayan Higher Secondary School and College, BIAM Model School and College, Mohammadpur Preparatory Higher Secondary Girls School and College, Shohid Police Smriti School and College, Bangladesh Bank High School and College. (Daily Star 17.1.2016).

চট্টগ্রামেও সিটি করপোরেশন পরিচালিত ৪৬টি স্কুলে এবং নেভি স্কুল অ্যান্ড কলেজেও একইভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে ছাত্র বেতন। এর ফলে যেসব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করে, তারা এক বড় রকম আর্থিক সংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আসমা আখতার নামে এক ভদ্রমহিলার ৪ ছেলেমেয়ে পড়ে Willes Little Flower School-এ। তিনি ডেইলি স্টার রিপোর্টারকে বলেন, নবম শ্রেণীতে তার যে জ্যেষ্ঠ সন্তান পড়ে তার বেতন ২১০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩১০০ টাকা। তার দুই মেয়ে পড়ে সপ্তম ও পঞ্চম শ্রেণীতে। তাদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে ১৫০০ থেকে ২৫৫০ টাকা। সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। তার বেতন বৃদ্ধি হয়েছে ৬৭৫ থেকে ১৫০০ টাকা। তিনি বলেন, ৪ সন্তানকে শিক্ষা দিতে ইতিমধ্যেই তাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয়। তার ওপর এভাবে বেতন বৃদ্ধি হওয়ার পর তাদের পক্ষে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় বহন করা প্রায় অসম্ভব। তাদেরকে হয়তো তাদের পড়াশোনা বন্ধ করতে হবে (Daily Star 17.1.2016) বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এক পরিবারের সব সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টির পথ তৈরি হয়।

Willes Little Flower School and College-এর ছাত্রদের অভিভাবকরা নিজেদের একটা ফোরাম গঠন করেছেন, ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য। তাদের পক্ষ থেকে শামীমা সুলতানা রোকসানা নামে এক অভিভাবক রিপোর্টারকে বলেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষ ৫০ থেকে ৮৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করেছে বিভিন্ন ক্লাসে। যখনই আমরা প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করি তিনি বলেন আমাদের ছেলেমেয়েদের অন্য স্কুলে নেওয়ার জন্য। এটা খুবই অপমানজনক। তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সালে বেতন বৃদ্ধি করার সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, অন্তত তিন বছরের মধ্যে আর কোনো বেতন বৃদ্ধি হবে না। এভাবে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তারা প্রতিদিন দুই ঘণ্টা স্কুলের সামনে অবস্থান গ্রহণ করে থাকার সিদ্ধান্তের কথা জানান। Willes Little Flower School and College-এর প্রিন্সিপাল বলেন যে, তাদের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যথায় তারা ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছেন। (ঐ)

Viqarunnesa School প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেছে ৮০০ থেকে ১৫০০ টাকা এবং পরবর্তী দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৯০০ থেকে ১৭০০ টাকা। সে স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেন, 'শিক্ষকদের আমাদের বেতন দিতে হয় যারা সরকারি এমপিওভুক্ত হিসেবে কোনো টাকা পান না। কাজেই শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি ছাড়া সম্ভব নয়। উদয়ন স্কুলে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হয়েছে ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা। প্রথম শ্রেণীর বেতন হয়েছে ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা। সরকারের কোনো নির্দেশনা বা নীতি বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে না থাকার কারণেই এভাবে স্কুল-কলেজের বেতন বৃদ্ধি হওয়া বন্ধের জন্য এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ফোরাম সরকারের নীতি নির্দিষ্ট করার দাবিও জানিয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষা যে এখন একটা বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে এসবই হলো তার প্রমাণ। কাজেই শিক্ষা এখানে সুলভ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার থেকে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষা ব্যয়। তবে শুধু শিক্ষা ব্যয়ই নয়, জীবিকার অন্য ক্ষেত্রেও ঘটছে একই ব্যাপার। চিকিৎসা ক্ষেত্রের অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রের মতোই অথবা তার থেকে আরও খারাপ। অন্যদিকে, শিক্ষার মানের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, তার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে যে বিশালসংখ্যক স্কুল আছে সেগুলোতে বেতন এত সামান্য যে উপযুক্ত শিক্ষকরা সেখানে যেতে আগ্রহী হন না। যারা শিক্ষকতা করেন তাদের যতটা ভালোভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া দরকার, সেটা দেন না। তাদেরকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য কাজও করতে হয়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের এই স্কুলগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই কোনো বিল্ডিং, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি পর্যন্ত থাকে না। কাজেই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রামাঞ্চলের কোনো কোনো স্কুলে সব পরীক্ষার্থীই ফেল করে। গ্রামের গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরাই এগুলোতে পড়াশোনা করে। শিক্ষার অবস্থা কতখানি শোচনীয় হলে স্কুলের সব পরীক্ষার্থী ফেল করে, এটা বোঝার অসুবিধা নেই। এদিক দিয়ে ঢাকাসহ অন্য বড় শহরগুলোতে অবস্থিত কিছু স্কুলে সব পরীক্ষার্থী পাস করে এবং পাস করা ছাত্রছাত্রীরা ফলও ভালো করে। সারাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যে চরম বৈষম্য বিরাজ করছে তার প্রমাণই এর মধ্যে পাওয়া যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা এত বেশি যে, তার ওপর সংক্ষেপে কোনো আলোচনা সম্ভব নয়। ছাত্রদের পাঠ্যসূচি থেকে নিয়ে শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থা যেভাবে আছে তাতে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের চিত্তের বিকাশ ঘটা এক দুরূহ ব্যাপার। এর জন্য ছাত্রদের স্কুল শিক্ষার বাইরে নিজেদের চেষ্টা করতে হয়। বাংলাদেশে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা এখন যে অবস্থায় আছে, তাতে এর পরিবর্তন না হলে এই অবস্থার পরিবর্তনও যে সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য।

১৮.১.২০১৬

শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি শহরে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার মান গ্রামাঞ্চলের স্কুলের মান থেকে উন্নত হলেও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার ব্যয় খুব বেশি। এসব স্কুলে ধনিক পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করলেও অধিকাংশ ছাত্রই মধ্যবিত্ত পরিবারের। শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা তাদের অভিভাবকদের জন্য কষ্টের ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে অতি সম্প্রতি ঢাকার বেসরকারি বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো ছাত্রদের বেতন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এই বৃদ্ধি ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ